ঝিনাইদহ টিটিসিতে অনিয়মের অভিযোগ

সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কথা। অথচ সেই প্রশিক্ষণকেন্দ্রেই অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও সরকারি অর্থের ব্যবহার নিয়ে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ।

কোথাও নিয়মবহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ, কোথাও শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে অর্থ দাবি, আবার কোথাও অনুমোদিত পদে না থেকেও হিসাব শাখা পরিচালনার অভিযোগ।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকল্পের জনবল ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, প্রশিক্ষণের গাড়ি নিয়ে গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গায় যাতায়াত, কেনাকাটায় অসংগতি, কাঁচামাল কেনার নামে অর্থ ব্যয়ের হিসাব এবং সরকারি সম্পদ বাসায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ।

এসব অভিযোগ ঝিনাইদহ সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রুস্তম আলীর বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীদের দাবি, প্রায় ১১ বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। দীর্ঘ এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক কার্যক্রম, জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণের মান, প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও সরকারি সম্পদের ব্যবহার নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

প্রশিক্ষণার্থীদের অভিযোগ, অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা ব্যয়ের হিসাব থাকলেও মাঠপর্যায়ে তার প্রতিফলন নেই। কেউ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসামগ্রী পাননি, কেউ গাড়ি চালানোর পর্যাপ্ত সুযোগ পাননি, আবার কেউ নির্ধারিত ভাতা ও অর্থ ফেরত পাওয়া নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন।

নির্দেশ উপেক্ষা করে স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ: টিটিসি প্রাঙ্গণে নিয়ম না মেনে স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারীদের দাবি, এ নির্মাণকাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকেও জোরপূর্বক অর্থ দাবি করা হয়েছিল। একপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট হেড অফিস থেকে নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হলেও তা উপেক্ষা করে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থাপনা নির্মাণের অনুমোদন, অর্থের উৎস এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ কতটা মানা হয়েছে,

তা নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা।

অনুমোদিত পদ নেই, তবু হিসাব শাখার দায়িত্বে হাবিবুর: প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাব বিভাগ। অথচ অভিযোগ রয়েছে, হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে হিসাব শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, যিনি রাজস্ব বা প্রকল্পের অনুমোদিত জনবল কাঠামোর কোনো পদে নেই বলে দাবি অভিযোগকারীদের।

সরকারি কর্মী দিয়ে দোকানের কাজ, প্রশিক্ষণের গাড়ি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার: টিটিসির নিরাপত্তাকর্মী জয় ও মালি আব্দুল হালিমকে তাঁদের নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে দোকান পরিচালনার কাজে ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগকারীদের প্রশ্ন, সরকারি বেতনভুক্ত কর্মীরা যদি ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করছেন কে?

একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত গাড়ি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে অধ্যক্ষ রুস্তম আলীর বিরুদ্ধে।

অভিযোগকারীদের দাবি, ওই গাড়িতে করে মাঝে মধ্যে গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গায় যাতায়াত করেন তিনি।

প্রকল্পের জনবল ও অর্থ নিয়ে প্রশ্ন: প্রকল্পের কর্মীদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার এবং তাঁদের দিয়ে কাজ করিয়ে সম্মানীর অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগকারীদের ভাষ্য, অধ্যক্ষের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মীদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

পাশাপাশি প্রকল্পের বিভিন্ন পদে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের প্রভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের দাবি, অধ্যক্ষের ভাগ্নে ফয়সাল ও খাইরুল, নিজ এলাকার আব্দুল্লাহ হক এবং তাঁর ভাইয়ের মেয়েকে হাউসকিপিংয়ে রাখা হয়েছে।

ভাউচারে কাঁচামাল কেনা, বাস্তবে কোথায় সেই মালামাল? টিটিসির কেনাকাটার হিসাব নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন অভিযোগকারীরা। তাঁদের দাবি, ভাউচারে কাঁচামাল কেনার কথা দেখিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় দেখানো হলেও বাস্তবে সেই পরিমাণ মালামাল প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়

না। স্টোরকিপার রুহুল আমিনের বিরুদ্ধেও নিয়মিত অফিসে উপস্থিত না থাকার অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের দাবি, তিনি সপ্তাহে এক থেকে দুই দিন অফিস করেন।

এ বিষয়ে রুহুল আমিন বলেন, ‘১০০% অফিস করি, এটা বলছি না। নানাবিধ সমস্যায় মাঝে মাঝে অফিসে আসতে পারি না। বাসায় ছোট বাচ্চা আছে, যশোর থেকে যাওয়া-আসায় সমস্যা হয়। যেদিন যেতে পারি না, সেদিন অধ্যক্ষ রুস্তম আলীকে জানিয়ে দিই। অফিসে না যাওয়ার জন্য খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা না।’

কম্পিউটার ট্রেডে দক্ষ শিক্ষক নেই, পুরোনো যন্ত্রাংশে প্রশিক্ষণ: টিটিসির প্রশিক্ষণের মান নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থীরা। অভিযোগকারীদের দাবি, কম্পিউটার ট্রেডে প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষক না থাকলেও কার্যক্রম চালু রয়েছে। এমনকি রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডের শিক্ষক সামছুল আলম খানকে দিয়ে কম্পিউটার ট্রেডের কার্যক্রম পরিচালনা করানো হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর কম্পিউটার বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে সামছুল আলম খানকে ফোন করা হলে তিনি তা রিসিভ করেননি।

কম্পিউটার ও ইলেকট্রিক্যাল কোর্সের শিক্ষার্থী সবুজ আলী বলেন, ‘কম্পিউটার কোর্সে ঠিকমতো শিখতে পারিনি। কম্পিউটারের সব যন্ত্রাংশ খুবই নিম্নমানের ছিল, যা দিয়ে সব কাজ করা যেত না। ইলেকট্রিক্যালেও একই অবস্থা। যেসব যন্ত্রাংশ অনেক আগেই ফেলে দেওয়ার কথা, সেসব দিয়েই প্রশিক্ষণ ও কাজ করানো হতো। অনেক সময় প্র্যাকটিস করার মালামাল পেতাম না। এ বিষয়ে অধ্যক্ষকে বললে তিনি বাজেট নেই বলে উড়িয়ে দিতেন।’

এদিকে এম এ বাকি নামের এক ব্যক্তির দায়িত্ব বণ্টন নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। কাগজপত্রে তিনি ইলেকট্রনিকস ট্রেডের দায়িত্বে থাকলেও বাস্তবে ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে চিফ ইন্সট্রাক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বলে দাবি অভিযোগকারীদের।

এ বিষয়ে জানতে এম এ বাকিকে ফোন করলে তিনি বলেন, ‘একটা ট্রেনিংয়ে আছি, পরে কথা বলব।’

পিডিটি কোর্সে ২০০ টাকা ফি, প্রশিক্ষণার্থীর দাবি শুধু সনদ

পেয়েছেন: বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গমনেচ্ছুক কর্মীদের জন্য প্রাক্- বহির্গমন প্রশিক্ষণ বা পিডিটি কোর্সেও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রশিক্ষণার্থীদের দাবি, এ কোর্সে ২০০ টাকা ফি নেওয়া হলেও নির্ধারিত সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না।

অভিযোগ অনুযায়ী, ফি থেকে ১৩০ টাকা নোটবুক, কলম, সনদপত্রসহ প্রশিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় করার কথা। বাকি ৭০ টাকা প্রশিক্ষণকক্ষের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অ্যামপ্লিফায়ার, প্রজেক্টর স্ক্রিন ও শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মতো সুবিধা নিশ্চিত করার কাজে ব্যবহারের কথা রয়েছে। তবে প্রশিক্ষণার্থীদের অভিযোগ, সনদপত্র ছাড়া তাঁরা আর কিছুই পাননি।

তানজির আহমেদ নামে এক প্রশিক্ষণার্থী বলেন, ‘যে রুমে প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়েছে, সেখানে অল্প জায়গা ছিল। ফলে অনেক প্রশিক্ষণার্থীকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। আর যা যা দেওয়ার কথা ছিল, তার কিছুই পাইনি। শুধু একটা সার্টিফিকেট দিয়েছে।’

ড্রাইভিং কোর্সে গাড়ি চালানোর সুযোগ না পাওয়ার অভিযোগ: ড্রাইভিং কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদেরও অসন্তোষ রয়েছে। মেহেদী হাসান নামে এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, ‘প্রশিক্ষণ চলাকালে গাড়ি চালাতে চাইলে অধ্যক্ষ রুস্তম আলী বিভিন্ন অজুহাত দেখাতেন। কখনো গাড়িতে তেল নেই, কখনো গাড়ি নষ্ট বলে জানানো হতো। বারবার অনুরোধ করেও তাঁরা পর্যাপ্ত সময় গাড়ি চালানোর সুযোগ পাননি।’

মেহেদী হাসানের আরও অভিযোগ, ক্লাসে উপস্থিত থাকার পরও অনেক শিক্ষার্থীকে হাজিরা খাতায় অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে।

২০২১ সালের অর্থ ফেরত ও ভাতা নিয়েও অভিযোগ: ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডের শিক্ষার্থী মো. তামিম আহমেদ অভিযোগ করেন, ‘২০২১ সালে এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত অর্থ ফেরত দেওয়া নিয়ে তাঁদের ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে।’ তাঁর দাবি, ওই ব্যাচে শতাধিক শিক্ষার্থী থাকলেও কেউ টাকা ফেরত পাননি। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাসিক এক হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা থাকলেও তা নিয়মিত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। তামিম আহমেদের ভাষ্য, ব্যাংকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাতা পাওয়ার কথা থাকলেও তাঁরা প্রত্যাশিত অর্থ নিয়মিত পাননি।

শিক্ষক-কর্মচারীদের উপস্থিতি ও বদলি নিয়েও অভিযোগ: প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ট্রেডের শিক্ষকরা নিয়মিত নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করেন

না এবং যথাযথভাবে ক্লাস নেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্ধারিত সময়ের আগেই অফিস ত্যাগ করেন বলেও অভিযোগকারীরা দাবি করেছেন।

এ ছাড়া অধ্যক্ষের কথা না শুনলে বা তাঁর বিরুদ্ধে কথা বললে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগকারীরা ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডের জাহিদকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে এর উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে এ বিষয়ে জানতে জাহিদকে ফোন করা হলে তিনি পরে ফোন করবেন বলে কল কেটে দেন।

দুদকের মামলা ও বিভাগীয় তদন্তের দাবি: অভিযোগকারীদের দাবি, অধ্যক্ষ রুস্তম আলীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলা এবং নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা হয়েছিল। সেটিও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা।

অভিযোগের বিষয়ে ঝিনাইদহ টিটিসির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রুস্তম আলী বলেন, ‘অভিযোগ থাকলেই তো সত্যি হয় না। আপনি কাল অফিসে আসেন, বিস্তারিত কথা হবে।’

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেন বলেন, ‘লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহে বিশ্ব মৃত্যুদণ্ড বিলোপ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

‘মৃত্যুদণ্ড জীবনের অধিকার কেড়ে নেয়’ এই প্রতিপাদ্যে ঝিনাইদহে বিশ্ব মৃত্যুদণ্ড বিলোপ দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

শনিবার (১০ অক্টোবর) সকালে ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই) ও নারীপক্ষের আয়োজনে উইয়ের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে মানবাধিকারকর্মী ও সাবেক অধ্যক্ষ এন এস শাহজালালের সভাপতিত্বে এবং উইয়ের পরিচালক শরিফা খাতুনের পরিচালনায় বক্তব্য

দেন অ্যাডভোকেট দবির হোসেন, সাবেক কাউন্সিলর তহুরা বেগম, অ্যাডভোকেট আলাউদ্দীন আজাদ, সাংস্কৃতিক কর্মী নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস, সংবাদকর্মী শাহানুর আলম, আসাদুজ্জামানসহ অন্যরা।

এ সময় বক্তারা বলেন, ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের ১০৮টি দেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বাতিল করা হয়েছে। তবে এখনও ৫৬টি দেশে মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল রয়েছে। এছাড়া ২৮টি দেশে মৃত্যুদণ্ডের আইন থাকলেও তা কার্যকর করা হয় না।

বক্তারা আরও বলেন, মৃত্যুদণ্ড মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। তাই মানবাধিকার সুরক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুদণ্ড বিলোপে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তাঁরা।

চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও সিন্ডিকেটের রাজনীতি মানুষ মেনে নেবে না

চাঁদাবাজি, দখলবাজি, ক্ষমতার দাপট ও সিন্ডিকেটের রাজনীতি এ দেশের মানুষ মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসাইন। তিনি বলেন, জনগণের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দিন শেষ। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে কোনো অপশক্তিই তাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টায় ঝিনাইদহের আলহেরা স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঝিনাইদহ জেলা শাখার রোকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের আমির ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী

আজম মোহাম্মদ আবুবকরের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল টিমের সদস্য আবদুল মতিন। এ সময় জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির আবদুল আলীম, জেলা সেক্রেটারি আবদুল আওয়ালসহ জেলার রোকন সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি মোবারক হোসাইন বলেন, ‘আপনারা ক্ষমতার দাপট দেখাবেন, চাঁদাবাজি করবেন, দখলবাজি করবেন, মানুষের সম্পদ লুট করবেন, মানুষের ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করবেন, আবার সিন্ডিকেটও বজায় রাখবেন—এ দেশের মানুষ এসব অন্যায় মেনে নিতে পারে না। এই জাতি অন্যায় ও অত্যাচারকে কখনোই চলতে দিতে পারে না।’

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা নিয়ে জনগণের অধিকার, ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ক্ষমতার অপব্যবহার, দখলবাজি ও অন্যায়-অত্যাচারের পথে কেউ হাঁটলে তাকে জনগণের প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবে। জামায়াতে ইসলামী দেশের কল্যাণে কাজ করতে চায়। তবে জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।

সম্মেলনে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, জুলাই গণহত্যার বিচার এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের দাবি জানানো হয়।

মোবারক হোসাইন বলেন, গণভোটে জনগণের দেওয়া রায়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। জুলাই গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের রাজনৈতিক পরিচয় বা পদমর্যাদা বিবেচনা না করে আইনের আওতায় এনে নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, হত্যা, ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধের ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে অপরাধ দমন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আগামী ৩১ অক্টোবরের লংমার্চ কর্মসূচির প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, জনগণের অধিকার ও গণতান্ত্রিক দাবি প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে হবে। একই সঙ্গে নাগরিক অধিকার, ন্যায়বিচার ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছাত্র, নারী ও সাধারণ মানুষকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষায় হরিণাকুণ্ডুর তিনটি কবরস্থানে বৃক্ষরোপণ

‘পবিত্র প্রাঙ্গণ হোক সবুজ-সুশোভিত, প্রকৃতি হোক নির্মল’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সুরক্ষায় ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের হিঙ্গারপাড়া গ্রামের তিনটি কবরস্থানে ২৩০টি ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

শুক্রবার (৯ অক্টোবর) জুমার নামাজ শেষে হিঙ্গারপাড়া কেন্দ্রীয় পুরাতন জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি বয়ড়া গাছের চারা রোপণের মধ্য দিয়ে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া।

হিঙ্গারপাড়া গ্রামের শান্তি নিকেতন পাবলিক কবরস্থান, জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান এবং মালিতাপাড়া কবরস্থান প্রাঙ্গণে এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত সামাজিক সংগঠন হিউম্যানিটারিয়ান ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এবং মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া কল্যাণ ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে কবরস্থান গুলোর পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, সবুজায়ন এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র সংরক্ষণে ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা করছেন আয়োজকেরা।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির প্রধান পৃষ্ঠপোষক মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া বলেন, “জলবায়ু পরিবর্তনের এই সময়ে পরিবেশ রক্ষা ও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। কবরস্থানের মতো পবিত্র স্থানগুলো সবুজে সাজিয়ে তোলার মাধ্যমে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারি। এসব গাছ ভবিষ্যতে পাখিসহ বিভিন্ন প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবেও ভূমিকা রাখবে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু গাছ লাগানো নয়, বরং নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে চারাগুলোকে বাঁচিয়ে

রেখে বড় করে তোলা।”

এসময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সমাজসেবক, কবরস্থানগুলোর পরিচালনা কমিটি, মসজিদ কমিটির সভাপতি ও মসজিদের মুসল্লিরা উপস্থিত থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে অংশ নেন।

ঝিনাইদহে ডাকটিকিট, মুদ্রা ও এন্টিক সামগ্রীর প্রদর্শনী

শিক্ষার্থীদের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ঝিনাইদহে আয়োজন করা হয়েছে ডাকটিকিট, মুদ্রা ও এন্টিক সামগ্রীর প্রদর্শনী।

বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ ল্যাবরেটরি স্কুলে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

প্রদর্শনীতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সময়ের ডাকটিকিট, পুরোনো মুদ্রা, নোটসহ নানা ধরনের দুর্লভ ও ঐতিহাসিক সামগ্রী স্থান পায়। এসব সংগ্রহ দেখতে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিহাস জানার আগ্রহ বাড়ানো এবং তাদের অতীতের দেশীয় ও বিদেশি মুদ্রা, ডাকটিকিটসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক সামগ্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই এ আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা।

অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ কাঞ্চননগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ বি সি বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের পরিচালক ইসাহাক আলী, প্রধান শিক্ষক লিজা ফেরদৌস, মনিংবেল চিল্ড্রেন একাডেমীর পরিচালক শাহিনুর আলম লিটনসহসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবাদে সড়কেই শিবিরের প্রতীকী নবীনবরণ

ঝিনাইদহের সরকারি কেশব চন্দ্র কলেজে ছাত্রশিবিরের নবীনবরণ ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও সংঘর্ষের আশঙ্কায় সব ধরনের সভা, সমাবে, মিছিল-মিটিং ও রাজনৈতিক কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কলেজ প্রশাসন।

নিষেধাজ্ঞার জেরে বৃহস্পতিবার সকালে কলেজের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ ও সড়ক আটকে উন্মুক্ত রাস্তায় প্রতীকী নবীনবরণ অনুষ্টানের আয়োজন করে ইসলামী ছাত্রশিবির।

এসময় কলেজের তালাবদ্ধ প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেয় পুলিশ। সড়কে ট্রাকের ওপর ভ্রাম্যমাণ মঞ্চে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে জেলা জামায়াতের আমির ও ঝিনাইদহ ২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল আওয়াল, সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন। এ সময় জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবাদ সমাবেশে সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা হাবিবুর রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কলেজের প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল ফ্যাসিবাদী আচরণ করেছে। নবীনবরণের অনুমতি দিয়েও তারা অনুষ্ঠানের দিন কলেজ বন্ধ করে প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে পুলিশ মোতায়েন করেছে। কলেজ প্রশাসন যে ফ্যাসিবাদী আচরণ করেছে, তার বিচার ঝিনাইদহের মানুষ করবে। প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

এ সময় বক্তারা, কলেজের প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালের পদত্যাগ দাবি করেন। পরে ঝিনাইদহ শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে শিক্ষার্থীদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করে কেসি কলেজ শাখা ছাত্রশিবির। এ সময় ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুর রহমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

এদিকে এ ঘটনায় সরকারি কেসি কলেজের প্রিন্সিপাল ড. মাসরুর উল আলমের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আ’লীগ ভারতে বসে দেশের নির্বাচিত সরকার, বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য আওয়ামী লীগ ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করছে যাচ্ছে বলে বলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন। তিনি বলেন সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে, আওয়ামী লীগ নির্বাচিত বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, দুর্গোৎসব চলাকালে যে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করে, তাদেরকে কঠোর ভাবে জবাব দিতে হবে। বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বলব, আপনারা আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকুন। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

বুধবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপনের প্রস্তুতি মূলক সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, বিগত ১৬ বছর স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের আর্শিবাদ নিয়ে ক্ষমতা দখল করে বসেছিল। ভারতের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে আওয়ামী লীগ দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল। বিগত সময়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপরে হামলা, তাদের জমিজমা দখল করেছে আওয়ামী লীগ। মন্দিরে হামলার মতো ঘটনা আওয়ামী লীগের আমলেই বেশি হয়েছে। অথচ, তারা এখন আবার ভারতে বসে দেশের নির্বাচিত সরকার, বিএনপির সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

রাশেদ খান বলেন, দেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সহ সকল ধর্মের মানুষ, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিতে মিলেমিশে বসবাস করছে। এই সম্প্রীতি বজায় রাখতে আসন্ন দুর্গা পূজার সময় বিএনপি সহ

সকল রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে।
জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা করে রাশেদ খাঁন বলেন, ঢাকা শহরের জন্য ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সা একটি বিড়ম্বনা। অটোরিক্সার জন্য যানজটের কারণে ঢাকা এখন বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। সরকার অটোরিক্সা চলাচলে নীতিমালা করতে যাচ্ছে। ফুটপাত দখলমুক্ত করতে সরকার আন্তরিক ভাবে কাজ করছে। কিন্তু জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল এটা নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছেন। জামায়াত অটোরিক্সা চালকদের নেপথ্যে থেকে তাদের আন্দোলনে ইন্ধন যোগাচ্ছে।
এর আগে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে শারদীয় দুর্গা পূজা নির্বিঘ্নে উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন রাশেদ খান। সভায় জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিষ বিন হাছান, জেলা পরিষদ প্রশাসক আব্দুল মজিদ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সহ সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক চন্দন বসু মুক্ত, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস।

ঝিনাইদহে যুবতীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, হত্যার অভিযোগ স্বজনদের

ঝিনাইদহ শহরের কোরাপাড়ায় শিখা (২২) নামে এক যুবতীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার রাতে কোরাপাড়া গ্রামের জনৈক মুকুলের ঘর থেকে এক সন্তানের জননী শিখার এই মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। হত্যা নাকি আত্মহত্যা তা সঠিক জানা যায়নি।

প্রতিবেশিদের দাবী মুকুল তাকে হত্যার পর গলায় ওড়না পেচিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে পারে। শিখা সদর উপজেলার সাধুহাটী গ্রামের শহিদুল ইসলামের

ছেলে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, কোরাপাড়া গ্রামের হাকিম মেম্বরের ছেলে গ্রীল মিস্ত্রি মুকুল একজন নারী লোভী। বিভিন্ন স্থান থেকে সে নিজ বাড়িতে নারী এনে বিভিন্ন সময়ে আনন্দ ফুর্তি করতো। গত রোববার (৪ অক্টোবর) রাতে শিখাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে মুকুল। শিখাকে বাড়িতে আনার পর মুকুল বাসর ঘর সাজায়। দুইদিন পর শিখার লাশ ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলতে দেখা যায়।

প্রতিবেশিদের ভাষ্যমতে, শিখা মামা পরিচয় দিয়ে মুকুলের বাসায় ওঠে। কিন্ত মুকুলের সঙ্গে তার দুরতমও সম্পর্ক নেই। ঢাকা থেকে বাসে আসার সময় পরিচয়। এ সময় মুকুল শিখাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নিজ বাড়িতে আনে। কিন্তু বাড়িতে আসার পর বিয়ে নিয়ে উচ্চবাচ্য হওয়ার পর এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রতিবেশিরা ধারণা করছেন।

শিখার পিতা শহিদুল ইসলাম জানান, মেয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। মাঝেমধ্যে মোবাইলে কথা হয়। তাকে এক জায়গায় বিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম স্বামীর ঘর করেনি। সেখান থেকে প্রবাসি ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক করে। এ সব কারণে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি। শিখাকে হত্যা করা হতে পারে বলে পিতার আশংকা।

বিষয়টি নিয়ে শিখার মামা তরিকুল ইসলাম জানান, লাশ উদ্ধারের পর মুকুল বলেছে শিখাকে সে চেনে না। অথচ তার ঘর থেকেই লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শরীরে থাকা জামা কাপড় ছেড়া ছিল। তাই ঘটনাটি রহস্যজনক। তাছাড়া লাশ উদ্ধারের সময় মুকুল পুলিশ দেখে পালিয়ে যায়। তাই শিখাকে হত্যা করা হয়েছে বলে তাদের সন্দেহ। তরিকুল জানান, ঢাকা থেকে আসার পর লম্পট মুকুল শিখাকে ফোন করে বাসায় ডেকে নেয়। দু’জনার মোবাইলে কললিষ্ট চেক করলে হত্যার মোটিভ জানা যাবে।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রোকনুজ্জামান বলেন, ঘরের দরজা ভেঙ্গে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশ উদ্ধারের পর ময়না তদন্ত করার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্যে জুতার মালা, যুবক আটক

ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় নির্মাণাধীন বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্যে জুতার মালা দিয়ে অবমাননার ঘটনায় আব্দুর রহমান ওরফে সম্রাট (৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে শহরের কাঞ্চননগর এলাকা থেকে তাকে আটক করে ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশ। আটক আব্দুর রহমান ওরফে সম্রাট ঝিনাইদহ পৌর এলাকার কাঞ্চননগর পাড়ার মৃত শাহাদাৎ হোসেনের ছেলে।

পুলিশ জানায়,ভাস্কর্যে জুতার মালা পরিয়ে অবমাননার ঘটনার পর থেকেই জড়িতদের শনাক্ত ও আটকের জন্য অভিযান চালানো হচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাঞ্চননগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে সম্রাটকে আটক করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়,ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে ওই যুবককে শনাক্ত করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন,ঘটনার পর থেকেই জড়িত ব্যক্তিকে আটকের জন্য পুলিশ অভিযান চালিয়ে আসছিল। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সংবাদ পেয়ে কাঞ্চননগর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাকে শনাক্ত করা হয়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহের পদ্মাকর ইউনিয়নে

দলের বৃহত্তর স্বার্থে ৭ প্রার্থী ঐক্যবদ্ধ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১১ নং পদ্মাকর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বিএনপির সম্ভাব্য সাত প্রার্থী ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

একই সঙ্গে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ নিয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে সাতজনের মধ্য থেকে একজনকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

প্রার্থীদের দাবি, সাতজনের মধ্যে একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হলে সবাই তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। এতে নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা বাড়বে। তবে একাধিক প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ভোট বিভক্ত হয়ে পরাজয়ের আশঙ্কা রয়েছে বলেও তারা মনে করেন।

সম্প্রতি পদ্মাকর ইউনিয়নে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাত চেয়ারম্যান প্রার্থী একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে ঐকমতে পৌঁছান। এ সময় তারা দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে একজন প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। ঐক্যবদ্ধ হওয়া সাত প্রার্থী হলেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও প্রভাষক জাহাঙ্গীর হোসেন, ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো.আতিক মল্লিক, ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি মো. রুহুল আমিন, জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ মোহন, সদর থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুল আলিম, সদর উপজেলা বিএনপির অর্থবিষয়ক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন মল্লিক এবং সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর হোসেন মিন্টু।

এ সময় প্রার্থীদের ঐক্যবদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাফুলুর রহমান, সাবেক যুবদল সভাপতি এসএজি রাজলু, প্যারোড হোসেন, রোকনুজ্জামান, ইমরান হোসেন শুভ, খয়বার হোসেন, সরোয়ার মোল্লাসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে সাত প্রার্থী বলেন, দলের বৃহত্তর স্বার্থে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। বিএনপি যদি সাতজনের মধ্য থেকে যোগ্য একজনকে মনোনয়ন দেয়,তাহলে বাকি সবাই তার পক্ষে কাজ করবেন। দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে

ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেও তারা উল্লেখ করেন।

তাদের প্রত্যাশা, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি ও সদর উপজেলা বিএনপি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সাতজনের মধ্য থেকে একজনকে দলীয় মনোনয়ন দেবে।